পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১১৪

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

আগস্ট ২০২২

জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু'র ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে পদক্ষেপ এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণিত, বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটি, যা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। প্রতি বছর সমগ্র জাতি এই দিনটিকে গভীর শোক ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং আগস্ট মাসকে শোকের মাস হিসেবে পালন করা হয়। এবছরও পদক্ষেপ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকের মাস উপলক্ষে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। করোনার কারণে প্রযোজ্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক'সহ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় 'বঙ্গবন্ধু'র দর্শণ ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধু'র দর্শণ ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক মহোদয় বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মাত্র ৫৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। এই ৫৫ বছরের জীবনের ১৩ বছরই কেটেছে কারাগারে। কারাগারের বাইরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন মাত্র ২৪ বছর। এই ২৪ বছরের ৩ বছর ৭ মাস গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে তিলে তিলে গড়তে। বাকি ২০ বছর ৫ মাস এর প্রতিটি ক্ষণ তিনি ব্যয় করেছেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে। তিনি মাত্র ৫০ বছর বয়সে একটা জাতি, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন। তার হাত ধরেই আসে বাঙালির স্বাধীনতা, জন্ম নেয় বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু'র জীবনের চেয়ে তার কর্মের প্রস্থ ছিল অনেক বেশি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আয়তনের জনগোষ্ঠীর নেতা হয়ে মাত্র ৫১ বছর বয়সে তিনি বিশ্বের জাঁদরেল নেতাদের পেছনে ফেলে জাতীয়তাবাদী নেতাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনটা যেন মহাকালের এক রোমাঞ্চ উপন্যাস। বঙ্গবন্ধু তলাবিহীন ঝুড়ির অবস্থা থেকে বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ভিত্তি তৈরী করে গেছেন। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুকে এখন পর্যন্ত পেতাম তাহলে অনেক আগেই উন্নত বিশ্বের মতো হতে পারতাম। জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের নাম আরও বড়ভাবে তুলে ধরতে পারতাম। তিনি শেষ পর্যন্ত দেশমাতৃকার জন্য লড়ে গেছেন। একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসি। তাই মানুষকে ভালোবাসতে হলে, রাজনীতি করতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস মানে বঙ্গবন্ধু'র ইতিহাস। আজকের আলোচনার যথার্থ প্রতিপাদ্য বিষয় 'বঙ্গবন্ধু'র দর্শণ ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি'। বর্তমানে এর নমুনা এবং ফলাফল আমাদের সবার সামনে দৃশ্যমান। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হয়ে মধ্যম আয়ের পথে এগিয়ে চলেছি এবং উন্নত দেশের কাতারে যেতে হলে আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। অর্থনৈতিক বন্টন ঠিক করতে হলে আমাদেরকে ন্যাচারাল রিসোর্স বেইজড থেকে নলেজ বেইজড ইকোনমির দিকে এগুতে হবে। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ বিভিন্ন নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু'র দর্শণ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো তার দর্শণ পদক্ষেপ এর আগামী পথ চলার প্রেরণা হয়ে থাকবে"। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু'সহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও তার দর্শণ যদি আমরা চর্চা করি তাহলেই তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু'র সব নীতি ছিল দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থকে ঘিরে। স্বাধীনতার পর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ করেন তিনি। বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে উন্নয়নের সোপানে উন্নীত করতে কৃষি ও শিল্প খাতকেই গুরুত্বারোপ করে তৈরী করেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি। সদ্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত নবপ্রতিষ্ঠিত দেশে কাজে লাগানোর মতো প্রাকৃতিক সম্পদও তেমন ছিলনা। আবার প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনও ছিল বিরাট সমস্যা। যুদ্ধের কারণে দেশের আবশ্যকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যেও বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সরকার গঠন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, ঘোড়াশাল ও আশুগঞ্জ সার কারখানা'সহ অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তিনি বিনা সুদে ও স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম চালু করে মানুষকে কিভাবে সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে তাদেরকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনা যায় সে পরিকল্পনাই নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ক্ষুদ্রঋণ চালু করেছিলেন। তাঁর রাজনীতির মূল দর্শন বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেও পাকিস্তানের অনেক সূচককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ১৭১ ডলারে উন্নিত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কোন ধার করা বা চাপিয়ে দেয়া মতবাদ বা দর্শণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি এদেশের মাটি ও মানুষ, এদেশের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরী করেছিলেন বাঙ্গালীর মুক্তির দর্শণ। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে। এটাকে সহজ ভাষায় বলতে গেলে অর্থনীতিবীদ ড. আতিউর রহমানের কথায় বলতে হয়, অভিজন আর অভাজনের মধ্যে যে বৈষম্য সেই বৈষম্যটাকে কতটা দূর করা যায় সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির দর্শণ। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বিষয়ে সকলের চর্চা বাড়ানো দরকার'। তাই বঙ্গবন্ধু দর্শণ ও তার চিন্তা চেতনা আমারা যতো বেশী ধারণ ও চর্চা করতে এবং আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবো তাহলেই প্রকৃত পক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি তার দর্শণ ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার। বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের সকলকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করতে হবে। এছাড়া ভিশন ২০৪১ অর্জনে কি করছি এবং সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কোন জায়গাটাতে কাজ করছি সেটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে। তিনি বঙ্গবন্ধু'র চিন্তা চেতনার সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শেষে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু'সহ ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বঙ্গবন্ধু'র শাহাদাত বার্ষিকীতে শিশু কিশোরদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক বই বিতরণ

বই মানুষকে কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল হতে সহায়তা করে। একটি বই মানুষকে যতটুকু প্রভাবিত করতে পারে, অন্য কিছু তা পারে না। "বঙ্গবন্ধু কে জানো, বাংলাদেশ কে জানতে পারবে" এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে পদক্ষেপ এর মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি'র অংশ হিসেবে দেশব্যাপী শিশু কিশোরদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক বই বিতরণ করেছে। পদক্ষেপ এর বিভিন্ন কর্মএলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বই বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতির পিতা'র অবদান ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু'র জীবনী ও ভাষা আন্দোলন'সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায় এবং মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মজবুত ভিত্তি তৈরিতে বঙ্গবন্ধু'র ভূমিকা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রচিত বিভিন্ন বই উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল কামাল আকবর, এএফডাবিউসি, পিএসসি (পদাতিক), পদক্ষেপ এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে এলাকার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা'সহ পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ আগস্ট উপলক্ষে পদক্ষেপ এর বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে আগষ্ট মাসব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে পদক্ষেপ। অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি পদক্ষেপ এর বিভিন্ন ব্রাঞ্চের আওতায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৃক্ষরাজির অপ্রতুলতায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ও কার্বন বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ এবং সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, যা থেকে উত্তরণের উপায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনাঞ্চল গড়ে তোলা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে বনাঞ্চল গড়ে তোলার পাশাপাশি সম্পদ ও প্রাণ রক্ষায় পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধু'র ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে পদক্ষেপ এর শ্রদ্ধা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একই সাথে দেশব্যাপী পদক্ষেপ এর জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ অফিস সমূহের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন জেলায় র‍্যালি ও বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়াও শোক দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, পদক্ষেপ এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কালো ব্যাজ ধারণ, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সকল জোনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ, সদস্যদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ, দরিদ্র অসহায় মানুষদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, শিশু কিশোরদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক বই বিতরণ'সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু'র ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে দোয়া মাহফিল এবং দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে পদক্ষেপ

সারাদেশে যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, বিশেষ প্রার্থনা, বৃক্ষরোপণ, দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে পদক্ষেপ। পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের আওতায় দরিদ্র, এতিম অসহায়দের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়। পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজারের তত্ত্বাবধায়নে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার'সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সহায়তায় বিতরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পদক্ষেপ এর পরিচালক মহোদয়ের ভোলা জোনের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পরিদর্শন

গত ২০ আগষ্ট ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক ভোলা জোনের ভোলা সদর, ব্যাংকেরহাট, বাংলাবাজার ও বোরহানউদ্দীন ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করেন। তিনি ভোলা সদর ব্রাঞ্চের কয়েক জন সদস্যের আইজিএ পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন। এছাড়া ব্রাঞ্চগুলো পরিদর্শন কালে ব্রাঞ্চের স্টাফদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিচালক মহোদয় কেপিআই এবং স্টাফদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি লিপ প্রোগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং লিপের পণ্য বিক্রয় ও বকেয়া আদায় করার মাধ্যমে ইনসেনটিভ প্রদানে সকলকে অবগত করেন। এছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বিতরন না করা, ভালো আইজিএ এর সদস্য খুজে বের করে বেশি পরিমান ঋণ বিতরণ করা, প্রত্যেক ব্রাঞ্চে কমপক্ষে ২ জন মহিলা স্টাফ রাখা, পূর্বের কোন লোগো ব্যবহার না করা, স্টাফ পরিচিতি বোর্ড, টার্গেট অর্জন ব্যানার'সহ প্রয়োজনীয় সকল ধরণের ব্যানার এর ডিজাইন প্রধান কার্যালয় থেকে সরবরাহ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মডেল ফার্মেসীর সুবিধার বিষয়ে বলেন, পদক্ষেপ মডেল ফার্মেসী প্রমিজ ঢাকায় শুরু হয়েছে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে চালু হবে। এছাড়া নতুন নতুন কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে বলেন, সফটওয়্যার সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সমিতির আদায় সন্ধ্যার মধ্যে শেষ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, করোনার প্রভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় যেসকল লার্নিং হয়েছে তা কাজে লাগানো এবং চলতি অর্থ বছরের মূল কাজ হবে সারা বাংলাদেশে যে বকেয়া রয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং তহবিল সৃষ্টি করা। পরিশেষে পরিচালক মহোদয় সংস্থার ৭টি মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেন।

রংপুরে পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের 'মার্কেট লিঙ্কেজ' কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ আগষ্ট ২০২২ তারিখে রংপুরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের উদ্যোক্তাদের বিপনন বৃদ্ধি, অন্যান্য ইনপুট সেলার, ট্রেডার্স এবং সরকারী অধিদপ্তরে যোগাযোগ উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য একটি 'মার্কেট লিঙ্কেজ' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে রংপুর জেলার বিসিক এর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শামীম হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রংপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ মিজানুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পদক্ষেপ এর হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ ইরফানুল বারী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালায় ইনপুট সেলার, রিটেইলার ও হোল সেলাররা কিভাবে বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন ঘটানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যেন তাদের হাতের নাগালে কাঁচামাল পায় এবং উৎপাদিত পণ্য যেন সহজে বিক্রয় ও বাজারজাত করতে পারে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল ইনপুট সেলাররা হস্তশিল্পের পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল বা উপকরণ সুলভ বা পাইকারী মূল্যে হ্যান্ডিক্রাফট সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে সরবরাহ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এধরণের কর্মশালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে বক্তারা বলেন, অনেক উদ্যোক্তা রয়েছে যারা কোথায় গেলে ন্যায্য মূল্যে কাচাঁমাল বা উপকরণ পাবে এবং তাদের পণ্য কোথায় বিক্রয় করবে সে সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। তাদের এ সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য এধরনের কর্মশালা অত্যন্ত জরুরী। বক্তারা উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্যোক্তাদের বিপণন বৃদ্ধি, অন্যান্য ইনপুট সেলার, ট্রেডার্স এবং সরকারী অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়ন এবং যারা উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও ক্রয় করেন তাদের মধ্যে বি টু বি লিংকেজ করা। কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শণ ও বিক্রয় করা হয় এবং নতুন পণ্যের ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়। কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিসিক এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোন ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইনপুট সেলার'সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর ও ঢাকায় নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক কমিউনিটি সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ প্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ২২ আগষ্ট রংপুর সদর ও সিও বাজার এলাকার পাঠানপাড়ার এসইপি সদস্য এলেমা বেগম এর হোটেলে এবং ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকার মোহাম্মদপুর ব্রাঞ্চে ২টি কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভায় নিরাপদ পথ খাবার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রংপুরের সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য, পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এবং একই সঙ্গে পরিবেশের সাথে খাবারের সম্পর্ক তুলে ধরেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। খাদ্য নিরাপত্তার ৫টি মৌলিক নীতিমালা, পরিবেশ ভাল রেখে কিভাবে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ খাবার সরবরাহ করা যায় এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

অপরদিকে মিরপুরের সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজেদের দোকান পরিষ্কার ও কীটপতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখার উপায়, খাবার তৈরিতে নিরাপদ পানি ব্যবহার, খাবার খুব ভালোভাবে রান্না করা, গরম খাবার গরম এবং ঠান্ডা খাবার ঠান্ডা রাখার এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সর্ম্পকে আলোচনা করেন এনভায়রনমেন্ট অফিসার মৌসুমি কর। কাঁচা খাবার এবং রান্না করা খাবার আলাদা ভাবে তৈরি এবং সংরক্ষণ করা, মাছ-মাংস, সবজি ও ফলমূল আলাদাভাবে কাটার জন্য আলাদা চপিং বোর্ড ব্যবহার এবং খাদ্য বর্জ্য রাখার জন্য আলাদা ঢাকনা দেওয়া ডাস্টবিন ব্যবহার করা পরামর্শ দেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করার কথা বলেন প্রকল্পের একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম। উক্ত সভায়গুলোতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার ব্রাঞ্চ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে স্ট্রিট ফুড ব্যবসায়ীদের অবগত করা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা এবং মানসম্মত খাদ্য ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে "On the Job Training on Food Safety & Hygiene" বিষয়ক এক দিনের ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি রংপুরের ওয়েস্টার্ন কুইজিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: ফখরুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা কি, খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি কি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুবর্ণ নিয়ম কি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, ভৌত ঝুঁকি ও রাসায়নিক ঝুঁকি কি, সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বলতে কি বোঝানো হয় এবং কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, খাদ্য প্রস্তুত প্রনালী ব্যবস্থাপনা, ডিসপোজাল গ্লোভস কতক্ষণ পর পাল্টানো উচিৎ, খাবার পুনরায় গরম করা ও ডিসপ্লেতে খাবার রাখার নিয়ম, তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখার নিয়ম'সহ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সকল কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর এরিয়ার এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার'সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

পরবর্তীতে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সেমিনারটি পদক্ষেপ এর পিআইডিএম ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত, সুষ্ঠ পরিবেশন, সংরক্ষণ ও টেকসই পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর। প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার।

একইসাথে হোটেল/রেস্টুরেন্ট এর পরিবেশগত উন্নয়ন ও টেকসই চর্চা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের পরামর্শ প্রদান করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ঢাকা এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার সানোয়ার কবির। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মোহাম্মদপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মো: মামুনুর রশীদ'সহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। "নিরাপদ খাদ্য, সুন্দর পরিবেশ, সুস্থ দেহ" এই বিষয়গুলো সামনে রেখে সকলকে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের হোটেল/রেস্টুরেন্ট এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মাধ্যমে সেমিনারটি সমাপ্ত করা হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শেফদের প্রশিক্ষণ

গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে হোটেল ব্যবসায়ীদের নিয়ে ১ দিনের "ট্রেনিং অব চীফ অন ফুড প্রসেসিং এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ঢাকার রিং রোডস্থ "টনি খান ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট (টিকেআইএসডি)" এর প্রশিক্ষণ রুমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকা। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নিরাপদ খাদ্য, পরিবেশ দূষণ, খাদ্য আইন, খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করেন শেফ "টনি খান"। তিনি বলেন, রান্না ঘরের স্বাস্থ্যবিধি মূলত ৩ ধাপে বজায় রাখতে হয়। প্রথমত: কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি দ্বিতীয়ত: ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং তৃতীয়ত: খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না করা, খাবারের পুষ্টি ও মান নিশ্চিত করা, রন্নাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করা, খাবারের মেন্যু তৈরি করা, রান্নাঘরের উপকরণ ব্যবস্থাপনা, খাবার পরিবেশনকারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং সাথে পারফেক্ট রান্নার কিছু টিপস দেন। তিনি বলেন, খাদ্য যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তেমনি অপরিচ্ছন্ন খাদ্য আবার আমাদের মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

সেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের রেসিপির কলাকৌশল, খাবার পরিবেশনের উপর কিভাবে দক্ষতা বাড়ানো যায়, মশলা ও উপাদান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখা, কম সময়ে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কিভাবে ভালো খাবার রান্না করা যায়, খাবারের পুষ্টি বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকা'সহ নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করার দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষক মেহেদী হাসান জিতু বিভিন্ন রঙের চপিং বোর্ড এর ব্যবহার, ছুরি ধরার ও কাটিং এর কৌশল, পরিবেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাবার সংরক্ষণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কিভাবে রান্না করবে সেটি হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। পরবর্তীতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হাতে কলমে অনুশীলন করেন। পদক্ষেপ এর উক্ত প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন। নিরাপদ খাবার নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন শেফ টনি খান এবং প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণটি শেষ হয়।

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রাজশাহী জোনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এরিয়ার শিবগঞ্জ ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার মোঃ ইসমাইল হোসেন (কর্মী পরিচিতি নং-০১৩৪৫৯১২১৭) গত ৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে রাত ৮.০৫ ঘটিকায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। আমাদের সহকর্মীর এই অকাল ও দুঃখজনক এবং শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। মরহুমের মৃত্যুতে ও অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে পরিবেশ সনদপত্র বিষয়ক মতবিনিময় সভা

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প "পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ" এর আয়োজনে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে জেলা পর্যায়ে পরিবেশ সনদপত্র বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সভাপতিত্বে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক রঞ্জন কান্তি পন্ডিত এর সঞ্চালনায় গত ২৪ আগষ্ট ২০২২ তারিখে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মুহাম্মদ ফেরদৌস আনোয়ার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মৃত্তিকা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পদক্ষেপ এর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর আয়েশা সিদ্দীকা, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মিজানুর রহমান'সহ ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয় বলেন, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় লবণ চাষীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পদক্ষেপ। লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর ও চকরিয়া এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও লবণ ব্যবসা শক্তিশালীকরণের আওতায় এসব অঞ্চলের ৮৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বর্তমানে কাজ করছে।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ কক্সবাজার ও বাঁশখালীতে বিস্তৃত হয়ে আছে দেশের লবণ শিল্প। লবণ শিল্পের সাথে পরিবেশের বিশাল একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ সম্পর্ক থাকার ফলে লবণ শিল্প কারাখানায় লবণ ক্রাশিং বা লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ বান্ধব অবস্থা নিশ্চিতকরণে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সনদপত্র প্রয়োজন হয়। যেহেতু লবণ চাষী ও ব্যবসায়ীরা দেশের লবণ শিল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অনবদ্য ভুমিকা রেখে চলেছে, সেহেতু কোনক্রমেই এই শিল্প পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যাবতীয় প্রয়োহজনীয়তা পূরণে কোনপ্রকার জটিলতার অবকাশ নেই। আমাদের কাছে আসা মাত্রই আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করবো। পরিশেষে পদক্ষেপ কর্তৃক পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পলিথিনবিহীন লবণ উৎপাদন ও সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন বক্তরা। এসময় পদক্ষেপ এবং পরিবেশ ও মৃত্তিকা অধিপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ইসলামপুর ও বাঁশখালীতে অবস্থিত লবণ পরিশোধন বা ক্রাশিং মিলের মালিক এবং লবণ চাষীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সংযোজন হলো আরও নতুন ৮টি ব্রাঞ্চ

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণের অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। পদক্ষেপ দেশের শীর্ষ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে সমাজের অবহেলিত গরিব ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণ এবং এর ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট ঋণের যথাযথ ব্যবহার করে অনেকেই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার পাশাপাশি নিজের এবং অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগষ্ট ২০২২ মাসে আরও নতুন ৮টি ব্রাঞ্চে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাঞ্চগুলো হলো, যশোর জোনের মেহেরপুর এরিয়ার চুয়াডাঙ্গা ব্রাঞ্চ ও যশোর এরিয়ার চৌগাছা ব্রাঞ্চ, দিনাজপুর জোনের সৈয়দপুর এরিয়ার কাজিরহাট ব্রাঞ্চ, পটুয়াখালি জোনের পটুয়াখালী এরিয়ার কালিশুরী ব্রাঞ্চ, রংপুর জোনের পলাশবাড়ী এরিয়ার বগুড়া সদর ব্রাঞ্চ ও পলাশবাড়ী এরিয়ার শিবগঞ্জ ব্রাঞ্চ, ময়মনসিংহ জোনের শ্রীপুর এরিয়ার ষ্কয়ার মাস্টারবাড়ী ব্রাঞ্চ, চট্টগ্রাম (উ:) জোনের চট্টগ্রাম এরিয়ার কোতোয়ালী ব্রাঞ্চ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ব্যাংক ও এনজিও কর্মকর্তা, শিক্ষক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন প্রধান এবং জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিলের পরে সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

উদ্ভাবনী হস্তশিল্প তৈরিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৯ আগষ্ট ২০২২ তারিখে দিনাজপুর সদরে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের উদ্ভাবনী হস্তশিল্প তৈরীতে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলো ছিল, ব্লক ও বাটিক কি, বিভিন্ন ধরনের রং এর পরিচিতি ও ব্যবহার, বস্ত্রে রং প্রয়োগ এবং রং এর ছাপা ও পদ্ধতি, বাটিক প্রিন্ট করার পদ্ধতি, টাই ডাই করার পদ্ধতি, তৈরীর খরচ, প্রশিক্ষনার্থীদের অনুশীলন যাচাই এবং গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ ইত্যাদি। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বৈশাখী বুটিকস এর সত্ত্বাধিকারী মাসুদ রহমান। তিনি প্রশিক্ষনার্থীদের ব্লক ও বাটিক সম্পর্কে উদ্ভাবনী বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। রং এর মিশ্রন প্রক্রিয়া ও ব্লকের ব্যবহারবিধি, কাপড়ের ধরণ অনুযায়ী বাটিকে রং প্রয়োগ পদ্ধতি ও মোম বাটিক ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান'সহ হাতে কলমে দেখিয়ে দেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন। প্রশিক্ষণার্থীদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তারা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করায় পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান।

সুনামগঞ্জে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গত ২৭ আগষ্ট ২০২২ তারিখে সুনামগঞ্জে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের কৃষ্ণ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় চক্ষু রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধপত্র দেয়া হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি স্মরণে বন্যা পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প কর্মসূচির আওতায় প্রায় ২০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ তাদের মধ্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ভার্ড চক্ষু হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মাহফুজ আহমেদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিগার সুলতানা কেয়া। এছাড়াও ভার্ডের ম্যানেজার মোঃ নুর হোসাইন, পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক ও রিজিওন প্রধান (মধ্য পূর্বাঞ্চল) মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানাজার মোঃ মোর্শেদুজ্জামান, সুনামগঞ্জ এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ গোলাম এহিয়া, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান ও মোঃ বাদল হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসুচির কর্মকর্তাবৃন্দ'সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

আগস্ট মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৫৪ জন

আগস্ট ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর অভ্যন্তরীণভাবে ৩৭৪ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজারকে "বেসিক ওরিয়েন্টেশন" বিষয়ে এবং ৭৩ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি: উৎস পিকেএসএফ কর্তৃক পদক্ষেপ এর ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক (এডমিন এ্যান্ড একাউন্টস) ও ১ জন ব্যবস্থাপককে "Training of Trainers (ToT)" বিষয়ে এবং ৫ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট ও ডকুমেন্টেশন অফিসারকে ট্যাক্স এ্যান্ড ভ্যাট পলিসি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৯৩৬ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগস্ট ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২২টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৯৩৬ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা ও ২টি পরীক্ষা এবং ১০টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৪৫২টি

আগস্ট ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৪৫২ জন গ্রাহককে ২.০২ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৫,২৮৭ জন গ্রাহককে ৪৯৩.৯৩ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১০৬ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

আগস্ট ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে ৫ জন, এবিএম (লোন) পদে ২ জন ও সিএম পদে ৮৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরএমটিপি প্রোজেক্টে সহকারী ভ্যালুচেইন ফ্যাসিলেটেটর পদে ৫ জন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সুরমা ইউনিয়নে শিক্ষক পদে ২ জন এবং অফিস এসিস্ট্যান্ট পদে আশকোনা ব্রাঞ্চে ১ জন, লালপুর ব্রাঞ্চে ১ জন ও বাউফল ব্রাঞ্চে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

আগস্ট ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৩৯ জন কর্মীকে ৫৪,৫৩,২৭১/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪০ জন কর্মীকে ২,০৬,৯০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৯ জনকে ১৪,৯৬,৭৭২/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৮ জনকে ১,৬৫,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org